# বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে এর উপর ৬৮ তম RCO প্রশিক্ষণ কোর্স, ১৯-২০ নভেম্বর ২০১৯ ইং এর প্রতিবেদন

আয়নায়ণকারী বিকিরণ সোর্স/যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পানিবিনি বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। দক্ষ বিশেষজ্ঞগণ বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাফল্যের মূল চালিকা শক্তি। বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা তেজস্ক্রিয় পদার্থ/সোর্স যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের সাথে জড়িত ঝুঁকি, আইনগত চাহিদা, এবং নিজের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকা প্রয়োজন।

১৯-২০ নভেম্বর ২০১৯ইং তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, অথরিটি ভবনের ক্লাসরুমে আরসিও-দের জন্য ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। আরসিও প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার (ঢাকা, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, নোয়াখালী, ভৈরব, খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর, শরীয়তপুর, চট্টগ্রাম, কুড়ীগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী বি-বাড়ীয়া, মাগুড়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, বাপশনিক প্রতিষ্ঠার পর ২০১৩ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৪৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩৮৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-নভেম্বর মাস পর্যন্ত ১১ টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৩৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বাপশনিক প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত মোট ৮৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৩২৭০ (তিন হাজার দুইশত সত্তর) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ সময়কালে আরসিও-দের জন্য ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন মোট ১৫৫ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৪২ জন এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৮৩ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৪৭ জন। ২০১৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৬১ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৩৮ জন। ২০১৬ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ২৫০ জন এবং উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ২২১ জন। ২০১৭ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৯৬ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৬৯ জন। ২০১৮ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ২৭৩ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ২২৯ জন। ২০১৯ সালের জানুয়ারি-অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডায়াগনষ্টিক এক্সরে সংক্রান্ত আরসিও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন মোট ১৮৫ জন ও উত্তীর্ণ হয়ে মূল নতুন আরসিও সনদপত্র প্রাপ্ত হন মোট ১৬৫ জন।

উল্লেখ্য যে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতের আলোকে কোর্সের সামগ্রিক মান উন্নয়ণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।